সংবাদ

তারিখ ... 15 MAY 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... ৫

পটিয়া শাহচান্দ আউলিয়া আলীয়া মাদ্রাসা অধ্যক্ষ ও প্রভাষক পদে লোক নিয়োগে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ

পটিয়া (চট্টগ্রাম) নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পটিয়া শাহচান্দ আউলিয়া আলীয়া মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ ও আরবি প্রভাষক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে পটিয়ার ইউএনও জাকির হোসেন কামাল দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির আশ্রয় নিয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এতে অভিযোগ করা হয় যে, ইউএনও বলেন পছন্দের ব্যক্তিকে অধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য পরীক্ষার একদিন আগেই ইউএনওর বাসায় সিদ্ধান্ত হয়েছে। তিনজন অধ্যক্ষ প্রার্থী ও দু'জন আরবি প্রভাষক প্রার্থী প্রেসক্লাবে গত শুক্রবার লিখিত অভিযোগ করেন অধ্যক্ষ ও দু'টি প্রভাষক পদে নিয়োগের জন্য ২০০৩ সালের ৩রা এপ্রিল দৈনিক ইনকিলাবে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। কিন্তু মাত্র ৪ দিনের ব্যবধানে ২৭শে এপ্রিল অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে পটিয়া ইউএনও জাকির হোসেন কামালের প্রত্যক্ষ ইশারায় বিদায়ী দুর্নীতিপরায়ণ অধ্যক্ষ এ. টি. এম. তাহেরকে পরীক্ষক নিয়োগ করেন তারা বলেন, দুর্নীতিবাজ ও দলীয় ব্যক্তিকে নিয়োগদানের হীনমানসে ইন্টারভিউয়ের আগে প্রশ্নপত্র ফাঁস করা হয়। তাছাড়া ইন্টারভিউ কার্যক্রমে সরকারি প্রতিনিধি ছিল না। এ সুযোগে অধ্যক্ষ এ. টি. এম তাহের প্রশ্নপত্র নিজের হাতে লিখে পরীক্ষা আরম্ভ করে দেন। অধ্যক্ষ এ. টি. এম তাহেরের ঘনিষ্ঠজন মাদ্রাসার ১ম মোহাদ্দেস মওলানা মোক্তার আহমদকে অধ্যক্ষ নিয়োগের বিষয়টি ইউএনওর বাসায় চূড়ান্ত হয় বলে লিখিত অভিযোগ করেন। অভিযোগ করা হয় আরবি প্রভাষক পদে লিখিত পরীক্ষার ফলাফলের পর দু'প্রার্থী তাদের অকৃতকার্যতার বিষয়কে চ্যালেঞ্জ করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরপত্র দেখানো হলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ উত্তরের কোন নং দেয়া হয়নি। এ অবস্থায় পুনরায় লিখিত পরীক্ষা নেয়া হবে বলে ঘোষণা দেয়া হলে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এসব অনিয়মের কারণে ৩ জন অধ্যক্ষ পদপ্রার্থী মৌখিক সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। বিষয়টি জেলা প্রশাসক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে অবহিত করেছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ পদপ্রার্থী ইয়াকুব আলী খান, সালাহউদ্দিন ইমামী, মো. হারুনর রশিদ, প্রভাষক পদপ্রার্থী মোহাম্মদ ইসমাইল মো. সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ। তারা এ ব্যাপারে তদন্ত এবং নিয়োগ পরীক্ষা বাতিলের দাবি জানান। বলাবাহুল্য, নিয়োগকৃত অধ্যক্ষ মওলানা মোক্তার আহামদ গত ডাইস প্রিন্সিপাল নিয়োগ পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মওলানা খায়রুল্লাহ নিয়োগ বোর্ডের সামনে হাজির থাকার কথা থাকলেও ইউএনও তাকে সেখানে উপস্থিত হতে দেননি বলে সূত্রে প্রকাশ। ইউএনওর এত খুঁটির জোর কোথায়, তা তদন্তের দাবি জানান।